The Hunger Project.
BANGLADESH

আমার কথা

(দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর তৃণমূলের স্বেচ্ছাব্রতীদের আত্মকথা)

facebook.com/THPBangladesh | thpbd.org | thp.org

এম,কে মাসুদ
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: কল্লা, ইউনিয়ন: দিগদাইড়,
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করছি”

আমি এম কে মাসুদ। আমি কল্লা গ্রামের ভিডিটি’র একজন সক্রিয় সদস্য। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি প্রথম আমার নিজে এবং পরবর্তীতে আমার সমাজকে পরিবর্তন করার চিন্তায় মনযোগ দেই। এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে আমার এমন মন-মানসিকতা ছিল না। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি আমার জীবন পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উজ্জীবিত হয়ে আমার সহধর্মীনিকে ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করি । আমার অনুপ্রেরণায় উক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে আমার স্ত্রী সংসার পরিচালনা ও সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ার কৌশল ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, যা আমার সংসার জীবন পরিচালনাকে সহজ করে দিয়েছে।

আমার স্ত্রী সংসার ভালোভাবে পরিচালনার পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নের কাজেও বেশ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। সে বাল্যবিবাহ রোধে গ্রামে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে থাকে।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

সনি আক্তার
নারীনেত্রী

গ্রাম: দড়িজাহাঙ্গীরপুর, ইউনিয়ন: সাচাইল
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমি জীবনে বাঁচার মানে খুঁজে পেয়েছি”

আমি একজন নারীনেত্রী। আমার নাম সনি আক্তার। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমি একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি আমার নিজের জীবন পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করার আগে আমি আমার অধিকার বা নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না।

আমি বর্তমানে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত রয়েছি। পারিবারিক সিদ্ধান্ত মতে দুই বছর আগে আমার বিয়ে হয়। নিজের অজ্ঞতা ও অন্যায়ের প্রতি নীরবতার কারণে আমার বিবাহিত জীবন টিকেনি। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর এবং এই প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করায় আমার জীবনে বাঁচার মানে খুঁজে পেয়েছি। আমি সাবলম্বী হওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং কিছুটা সফলও হতে পেরেছি।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, যার ফলে এখন আমি ঘরে বসে দৈনিক ২০০-থেকে ৩০০ টাকা আয় করি। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি আমার গ্রামের ৩০ জন সদস্যদের সমন্বয়ে এক গণগবেষণা সমিতি (জিজিএস) গঠন করেছি।

আমার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানাই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্যারকে আমাকে সাবলম্বী হতে সহায়তা করার জন্য। আমি এই সংগঠনের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

লাভলী আক্তার
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: কৌলি, ইউনিয়ন: রাউতি
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আমাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে”

আমার নাম লাভলী আক্তার। আমি স্নাতকে অধ্যয়নরত রয়েছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন কর্মীর মাধ্যমে আমি এই সংস্থার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জানতে পারি। এরপর আমি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। এই প্রশিক্ষণ আমাকে উজ্জীবিত করে তোলে এবং সমাজ উন্নয়নে কাজ করার জন্য আমার মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে।

আমি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম। সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি আমি আত্মনির্ভশীল হওয়ার রাস্তা খুঁজে পেলাম। সেলাইয়ের কাজ করে আমি আজ আত্মনির্ভরশীল। শুধু আমিই নই, আমার গ্রামের যারা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাই আজ আত্মনির্ভশীল।

এসকল কিছু সম্ভব হয়েছে শুধু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে। এই প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদারকে আমার প্রাণভরা দোয়া ও সালাম জানাই এবং আমি এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

মোহাম্মদ উজ্জল মিঞা
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: দিগদাইড়, ইউনিয়ন: দিগদাইড়
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমি একজন গর্বিত তথ্যবন্ধু”

আমি মোহাম্মদ উজ্জল মিয়া। ২০১১ সালের দামিহা ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হই। এছাড়া আমি একজন গর্বিত তথ্যবন্ধু। তাড়াইল উপজেলার পিএফজি-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। বর্তমানে আমি আমার এলাকার উন্নয়নে কাজ করছি।

সম্প্রতি ‘তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয়’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, যে অনুষ্ঠানে একজন ইয়ুথ হিসেবে আমি সভাপতিত্ব করি আমি, যা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর তা সম্ভব হয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকে এবং মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, যা মানুষের জীবিকা নির্বাহ করতে সহায়তা করে । দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ, গবাদি পশুপালন, কৃষি ও মৎস্য সংক্রান্ত পরামর্শ, ইত্যাদি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একঝাঁক গুণী ও সৃজনশীল মানুষদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমি পাই। তার মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের সকলের প্রিয় মুখ শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার।

বর্তমানে আমি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে কাজ করি। আমি উক্ত দপ্তর থেকে স্বেচ্ছাসেবীদের বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে আসছি। আমি মনে করি আমার এ সফলতার পেছনে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

মো. আবুল কাশেম
বিশেষ উজ্জীবক

গ্রাম: নগরকুল, ইউনিয়ন: দামিহা
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“সমাজের জন্য সুন্দর কিছু করলে আমাদের চারপাশটা সুন্দর হয়”

আমি দামিহা ৬নং ওয়ার্ড নগরকুল গ্রামের বাসিন্দা। আমি একজন নির্বাচিত ইউপি সদস্য এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গর্বিত উজ্জীবক।

আমি সবসময় মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠেছি। কৃষক পরিবারে জন্ম হলেও, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের কল্যাণে অর্থাৎ সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করাই ছিল আমার নেশা। যেকোনো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের বিভিন্ন অসামাজিক কাজ রোধ ইত্যাদি ছিল আমার প্রেরণা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে আমার গ্রামে ভিডিটি গঠিত হয় ২০২০ সালে। তখন আমি উক্ত উদ্যেগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো থাকতে পারে না’— এই স্লোগানটি আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, যা আমাকে আরও উদ্যম নিয়ে সামাজিক কাজ করতে আগ্রহী করে তোলে।

সমাজে মাদক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন-সহ অসংখ্য বৈষম্য আমার বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ২০২৩ সালে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেই। প্রশিক্ষণের পর থেকে আমি নিজেকে একজন গর্বিত নাগরিক হিসেবে ভাবতে শুরু করি। মানুষের সঙ্গে সেতুবন্ধন করে কাজ করার ব্রত আমি গ্রহণ করে থাকি এবং এই ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করি। সমাজের জন্য সুন্দর কিছু করলে আমাদের চারপাশটা সুন্দর হয়। আর ভালো কিছুর ফল ভালোই হয়— এটা আমি শিখেছি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে ।

আমি কৃতজ্ঞ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে, যে সংস্থা আমাকে বাংলাদেশের একজন গর্বিত উজ্জীবক তৈরি করেছে । আমি এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি এবং এমন আরও উজ্জীবক তৈরি করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে সমাজের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হয়।

মোছা. আছিয়া
নারীনেত্রী

গ্রাম: তাড়াইল, ইউনিয়ন: তালজঙ্গা
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“নারীরা এগিয়ে না এলে সমাজ অনেক পিছিয়ে থাকবে”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের (১৫৯ ব্যাচ) মাধ্যমে। হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাদেরকে শিখিয়েছে, ‘নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’। নারীরা এগিয়ে না এলে সমাজ অনেক পিছিয়ে থাকবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার বলে আমি মনে করি। আমি ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর থেকে আমি আমার নিজ এলাকায় নারীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। আমি বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছি। আমি আমার এলাকার নারীদের গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। নারীরা যেন অত্যাচারের ব্যাপারে সচেতন হয় সেজন্যও আমি এলাকার নারীদের সচেতন করি।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে কৃতজ্ঞ। হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাদেরকে প্রশিক্ষণ না দিলে আমি নিজে পরিবর্তন হতাম না বা অন্যকে পরিবর্তন করতে পারতাম না।

ববিতা বিশ্বাস
নারীনেত্রী

গ্রাম: নগরকুল, ইউনিয়ন: দামিহা
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নারীনেত্রী হতে পেরে আমি গর্বিত”

আমি ববিতা বিশ্বাস, স্বামী শ্রীবাস সরকার। আমি নগরকুল গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য হিসেবে কাজ করে আসছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে পাওয়া স্লোগান ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না’ ধারণ করে একজন শিক্ষক হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করি। এরই অংশ হিসেবে আমি ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ (২৪২তম ব্যাচ) গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়ছিল ময়মনসিংহ জেলার শাপলা ট্রেনিং সেন্টারে। প্রশিক্ষণ শেষে আমি বুঝতে পারি যে, সমাজ কল্যাণে ভূমিকা রাখা একজন নাগরিকের দায়িত্ব। প্রশিক্ষণের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বর্তমানে আমি এলাকায় বাল্যবিবাহ, মাদক, নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি রোধে কাজ করে যাচ্ছি।

এক কথায় এখন এলাকার মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যায় ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমাকে ডাকে। আমি এখন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারছি। যার কারণে সমাজে আমার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান তৈরি হয়েছে। এখন নারী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের প্রতিটি মানুষ আমাকে যথাযথ মূল্যায়ন করে, যা আগে করত না।

এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে শুধু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর জন্য। আমি কৃতজ্ঞ এবং গর্বিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন নারীনেত্রী হতে পেরে।

মো. মাসুম মিয়া
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: দিগদাইড়, ইউনিয়ন: দিগদাইড়
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখব”

শুরু থেকে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাবতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্য অর্জনে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকাণ্ড শুরু করে। সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে স্থানীয় সংগঠন ও স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এ কর্মকাণ্ড একটি সংঘবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

একজন যুব প্রতিনিধি হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সেই থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করে নিজেদের এলাকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই নীতিমালাগুলো কোনো দার্শনিক সংকটের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয়নি বরং একজন যুব প্রতিনিধি হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজের মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তা দূরীকরণে কাজ করছি। যেমন, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমাজে বিদ্যমান কিছু অনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা সমাজে বাধা সৃষ্টি করে তা নিরসনেও আমি কাজ করে যাচ্ছি। মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা শক্তি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরিতে সহায়তা করে। সকল মানুষের একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে- আমার মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর।

প্রতিটি মানুষই তার জীবনকে অর্থবহ করতে চায়। এই চেতনার ভিত্তিতে যদি কেউ উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে শুধু নিজে নয়, অন্যের জীবনেরও ইতিবাচক পরিবর্তন করা সম্ভব। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা জেনেছি দশের লাঠি একের বোঝা। আর আরও জেনেছি এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তাই আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি একত্রিত হয়ে হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর শিক্ষা মাথায় রেখে এগিয়ে যায়, তাহলে আমাদের সমাজ ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

আমি ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ থেকে যা পেয়েছি তা আমাকে সমাজের একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি মনে করি। আমি এখন দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ যে, আমি আমার সমাজ ও রাষ্ট্রকে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখব।

হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জেনেছি। আরও জেনেছি ‘নারীরাই হলো ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’। তাই আমি মনে প্রাণে নারীদের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করি।

আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে জেনেছি, ‘যখন কোনো মানুষ স্বপ্ন দেখে, তখন সেটি শুধু স্বপ্ন থাকে, আর যখন সবাই একত্রে স্বপ্ন দেখে, সেটি হয় নতুন বাস্তবতার সূচনা।

মৌসুমী আক্তার
নারীনেত্রী

গ্রাম: দড়িজাহাঙ্গীরপুর, ইউনিয়ন: তাড়াইল
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“সেলাইয়ের কাজ করে আমি পরিবারকে সহযোগিতা করি”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের (১৪১তম ব্যাচ) মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া ‘নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’ স্লোগানটি আমার খুব ভালো লাগে। নারী-পুরুষ সমান ভূমিকা বিশেষ করে নারীদের অগ্রণী ভূমিকার কারণে দেশ আজ উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর থেকে আমার নিজ এলাকায় নারীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমি নিজেকে পরিবর্তন করতে পেরেছি। আমি সেলাইয়ের কাজ করি পরিবারকে সহযোগিতা করে থাকি। আমি অনেক জায়গায় যৌতুক দেওয়া-নেওয়া বন্ধ করেছি, ঝরে পড়া শিশুদেরকে আবার পুনরায় স্কুলে পাঠিয়েছি। বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছি বেশ কয়েকটি এবং সামাজিকভাবে কয়েকটি বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রেখেছি। গর্ভবতী নারীরা কীভাবে সুস্থ থাকতে পারে আমি সে সেই বিষয়ে আমার এলাকার নরীদের সচেতন করে থাকি।

মোছা. আছিয়া
নারীনেত্রী

গ্রাম: তাড়াইল, ইউনিয়ন: তালজাঙ্গা
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমি আমার এলাকার নারীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের (১৫৯তম ব্যাচ) মাধ্যমে। প্রশিক্ষণটি আমাকে শেখায় যে, ‘নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’। নারীরা এগিয়ে না এলে সমাজের মানুষ অনেক পিছিয়ে থাকবে। নারীদের অগ্রণী ভূমিকার কারণে দেশ আজ উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার বলে আমি মনে করি।

নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি আমার এলাকার নারীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। আমি বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছি। আমি আমার এলাকার নারীদের গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। নারীরা যেন অত্যাচারের ব্যাপারে সচেতন হয় তার জন্যও আমি এলাকার নারীদের সচেতন করি।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে কৃতজ্ঞ। হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ না পেলে আমি নিজে পরিবর্তন হতাম না বা অন্যকে পরিবর্তন করতে পারতাম না।

মো. আবদুল মান্নান

গ্রাম: আশির পাড়, ইউনিয়ন: মৈশাতুয়া
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“সামাজিক বন্ধন তৈরিতে আমি কাজ করে চলেছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা আমার জীবনের অনেক পরিবর্তন সাধন করেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমার মধ্যে নিজেকে ও পাড়া-প্রতিবেশীকে স্বাবলম্বী করার প্রত্যয় তৈরি হয়েছে। নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে প্রথমে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে হবে, সেই লক্ষ্যে আমি নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান, হাঁস-মুরগি পালন, বৃক্ষরোপণ করার কাজ শুরু করি। পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরকেও এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করি।

প্রতিবেশীদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও ভেদাভেদ দূর করে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন তৈরিতে আমি কাজ করে চলেছি। সামাজিক সমস্যা সমাধানে আমি এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা বন্ধ, নিরক্ষরতা দূর করা, ঝরেপড়া শিশুদের বিদ্যালয়গামী করা, অভিভাবকদের সঙ্গে সভা করা-সহ আরও অনেক সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছি। একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছি। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে অন্যকে যুক্ত করে কাজ করে যাচ্ছি। সর্বোপরি বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

জান্নাতুল মাওয়া
উজ্জীবক, গণগবেষণা সমিতি ও ভিডিটির সদস্য

গ্রাম: ছুনয়া দক্ষিণ পাড়া, ইউনিয়ন: উত্তর ঝলম
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“আমি সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার আগে আমি জানতাম না কীভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। এখন মানুষের সঙ্গে মিশে কথা বলার দক্ষতা তৈরি হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ থেকে আমি শিখেছি কীভাবে নিজের পরিবর্তন করা সম্ভব। একইসঙ্গে আমি বিভিন্ন আইন সম্পর্কে ধারণা পাই। আমি সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই। আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

রুমি আক্তার
উজ্জীবক ও নারীনেত্রী

গ্রাম: হাতিল পাড়, ইউনিয়ন: মৈশাতুয়া
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে আমার জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি। এরপর ২০১৩ সালে আমি নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৩২০তম ব্যাচ) অংশ নেই। এই প্রশিক্ষণগুলো আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এখন আমি অস্বচ্ছলতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারি। সমাজের মানুষের সহায়তা করা-সহ যে কোনো সমস্যা সমাধানে কাজ করতে আমি সক্ষম হচ্ছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের কার্যক্রম ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই।

কামরুন্নাহার
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: পাওতলী, ইউনিয়ন: আজগড়া
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমি স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরতে পেরেছি”

‘নারীরাই ক্ষুধামুক্তির ম,ল চাবিকাঠি’— এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন আমি সফল। আমি আগে অনেক পিছিয়ে ছিলাম। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সম্পৃক্ত হয়ে একধাপ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। আমার জীবনের অনেক পরিবর্তন সাধন করেছে। আমি স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। ভবিষৎতে বড় হয়ে সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবো। সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছপালা লাগিয়ে সমাজে অবদান রাখব। আমি এসব কিছু অর্জন করেছি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

সুষমা রাণী
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: বশৈয়া, ইউনিয়ন: মৈশাতুয়া
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান”

আমি একজন গৃহিণী। দীর্ঘদিন যাবৎ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে পাওয়া শিক্ষা বিশেষ করে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে আমি স্বাবলম্বী হয়েছি। আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে শিখেছি টাকা-পয়সা বড় কিছু নয়, বরং মানুষের বিবেক অনেক বড়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে আমি যে উপদেশ বা নীতি পেয়েছি তা আমার কাছে হাজার টাকার সমান বলে মনে করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান।

ফরিদা ইয়াসমিন
নারীনেত্রী ও গণগবষেণা সমিতির সদস্য

গ্রাম: ছনুয়া দক্ষিণ পাড়া, ইউনিয়ন: ঝলম উত্তর
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সম্পৃক্ত হয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সম্পৃক্ত হয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। উজ্জীবক প্রশিক্ষণে যুক্ত হওয়ার আগে আমি মানুষের সঙ্গে আমি স্বাবলীলভাবে কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর জড়তা কেটে গেছে। সকলের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমার মধ্যে নিজেকে স্বাবলম্বী করা ও পাড়া-প্রতিবেশীকে স্বাবলম্বী করার প্রত্যয় তৈরি হয়েছে। আমি সবজি চাষ করে আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছি। এছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। আমি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণ, মা ও শিশুর যত্ন নেওয়া, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সবজি চাষ ইত্যাদি বিষয়ক সভাও প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করি।

আমার জানা মতে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে অনেক মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অন্তরা রাণী দাস

গ্রাম: কালিয়া চোঁ, ইউনিয়ন: আজগরা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“এখন আমার নিজের মধ্যে সাহস তৈরি হয়েছে”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আমার জানাশোনা কম ছিল। এখন অন্যান্য দেশ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি হয়েছে। এখন আগের চেয়ে বেশি কাজ কাজ করা ও মানুষের সঙ্গে কথা বলার সাহস তৈরি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা বেড়েছে, তাদের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হয়েছি। আমার নিজের মধ্যে সাহস তৈরি হয়েছে। একইভাবে অন্যের মধ্যেও সাহস তৈরি করতে পারছি। সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সভা ও প্রচারাভিযান পরিচালনায় আমি অংশগ্রহণ করি।

আমার এই অণুপ্রেরণা তৈরি ও পরিবর্তনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

শেফালী রাণী দাস
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: কালিয়া ঢোঁ, ইউনিয়ন: আজগরা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমি আমার জীবন পরিবর্তন করতে পেরেছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি আমার জীবন পরিবর্তন করতে পেরেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টে যুক্ত হওয়ার পর নিজেকে স্বাবলম্বী করা ও পাড়ার প্রতিবেশিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সবজি বাগান, কাঁথা সেলাই ইত্যাদি কাজ করছি। এছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে আমি উঠান বৈঠক পরিচালনা করি। গর্ভবতী নারীদের সেবা-যত্ন, বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে আমি যুক্ত থাকি।

উর্মি আক্তার
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: পোলাইয়া, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমি আজ একজন স্বাবলম্বী নারী”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবনে পরিবর্তন এসেছে। একজন গ্রামের মেয়ে হিসেবে আমি অনেক পিছিয়ে ছিলাম। হাঙ্গার প্রজেক্টে যুক্ত হওয়ার পর আমি নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পেরেছি। আমি আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিশেষ করে সবজি বাগান ও সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদিতে যুক্ত হয়েছি।

সমাজে মেয়েদের অবহেলিত ও বোঝা মনে করা হয়। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট শিখিয়েছে, ‘নারীরা অবহেলিত নয়, নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’।

১৪ বছর বয়সে পরিবার থেকে আমার বিয়ে ঠিক করা হয়। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাহায্য নিয়ে আমি নিজের বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হই। আমি আজ একজন স্বাবলম্বী নারী। আমি আয় করে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। পরিবার আমাকে নিয়ে আজ গর্ববোধ করি। তাই আমি বলতে চাই, প্রত্যেক নারী ও মেয়েদের দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার।

পানশি আক্তার
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: পোলাইয়া, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পেরেছি। ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না’— এই বিশ্বাসকে ধারণ করে আমি এখন এগিয়ে চলছি। আমি মনে করি, আমরা অনেকেই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি না। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাকে তথ্য দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করেছে।

আমি মনে করি, যে কাজগুলোর মধ্য দিয়ে তৃণমূলের নারীদের জীবনের পরিবর্তন বা উপকার হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো: সেলাই, ব্লক বাটিক, অন্যান্য হস্তশিল্প। এসকল কাজের মাধ্যমে একজন নারী সহজে তার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে।

আমি বর্তমানে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) একজন সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করে চলেছি। যেমন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ, মাদক বিরোধী প্রচারণা ইত্যাদি । আমি বিশ্বাস করি, একজন ব্যক্তি তখনই সফল হবে, যখন সে নিজে থেকে কাজের উদ্যোগ নেবে।

ফারজানা আক্তার বীথি
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: চন্দনা, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমি জানতে পেরেছি নারীরা কীভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হাতে পারে”

আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনে অনেক পরিবর্তন করতে পেরেছি। আমি মনে করি, একজন নারী হিসেবে আমি আগে যতটা পিছিয়ে ছিলাম, তারচেয়ে বেশি এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। এখন আমি জানতে পেরেছি নারীরা কীভাবে পুরুষের পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হাতে পারে। এজন্য নিজের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে।

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি জানতে পেরেছি কীভাবে আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায় এবং মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি টিকিয়ে রাখা যায়। দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই আমার মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়ার জন্য। আমি ভবিষৎতেও এই কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখব, পাশাপাশি অন্যকেও অনুপ্রাণিত করব।

রিনা রাণী দাস
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: কালিয়া ঢোঁ, ইউনিয়ন: আজগরা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উঠান বৈঠকে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উঠান বৈঠকে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি। আমি শিখেছি যে, হাঁস-মুরগি ,গবাদি পশুপালন, বাড়ির উঠানে শাক-সবজি চাষ ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। আমি বর্তমানে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। যেমন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা, মাদকের প্রসার বন্ধ করা ইত্যাদি। একইসঙ্গে আমার মেয়েকে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর সঙ্গে যুক্ত করেছি। আমার মেয়ে বর্তমানে লন্ডনে আছে।

আমি মনে করি, সমাজ উন্নয়ন ও পরিবর্তনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অবদান রয়েছে।

নাইমুন জান্নাত
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: হারাখাল, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“নারীরাও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। একজন নারী কীভাবে সমাজে এগিয়ে যেতে পারে তা আমি শিখতে পেরেছি। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে সমাজের প্রতিটি কাজে অবদান রাখতে পারে তা আমি শিখেছি। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ যেমন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, শিশুর টিকা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আমি যুক্ত করতে পেরেছি।

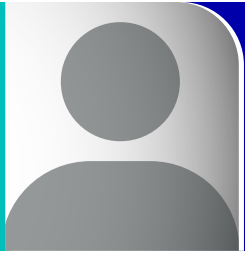

তানজিলা আলিফা
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: গোবিন্দপুর, ইউনিয়ন: ঝলম উত্তর
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“আমি মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছি”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) একজন সদস্য। এই কাজে যুক্ত হয়ে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং আমার গ্রাম ও সমাজের বিভিন্ন কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছি। যেমন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, শিশুর টিকা প্রদান ইত্যাদি। করোনার সময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছি।

ফাহমিদা আক্তার
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: হারাখাল, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমার মধ্যে পরিবর্তন তৈরি করার জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই”

আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে নতুন কিছু জানার ও শেখার আগ্রহ বেড়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই আমার মধ্যে পরিবর্তন তৈরি করার জন্য।

জান্নাতি মাহফুজ তানজি
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: পোলাইয়া, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমি সমাজে নিজেকে যোগ্য করে তুলব”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমার মতে, নারীদের পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণগুলো বেশ সহায়ক। নারী জাগরণের অন্যতম একটি মাধ্যম হিসেবে সমাজে কাজ করে চলেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। নারীরা কীভাবে পুরুষের পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, স্বাবলম্বী হয়ে ওঠতে পারে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সংস্থা কাজ করছে। নারীরা স্বাবলম্বী হলে নিজ পরিবারের পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরিবর্তনের জন্য নিজের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে।

আমি ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপলব্ধি করেছি কীভাবে গুছিয়ে জীবনকে নতুনভাবে সাজানো যায়। বর্তমানে আমি মানুষের সঙ্গে মিলমিশে কাজ করে চলেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই আমার পরিবর্তনের জন্য। ভবিষৎতেও এই কাজের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত রাখব, সমাজে নিজেকে যোগ্য করে তুলব।

সারমিন আক্তার

গ্রাম: পোলাইয়া, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমার কথা বলার সাহস তৈরি হয়েছে”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক কিছু শিখেছি। আমার গ্রামের মেয়েরা অনেক কিছু থেকে পিছিয়ে। সমাজের বেড়াজালে তারা এগিয়ে যেতে পারে না। এই বাধা ভেঙে নারীদের এগিয়ে নিতে এসেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। হাঙ্গার প্রজেক্ট পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নারীদের সেলাই, ব্লক-বাটিক-সহ বিভিন্ন উঠান বৈঠকের আয়োজন করছে এবং বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ, আর্সেনিকমুক্ত পানি নিশ্চিতকরণ, মাতৃমৃত্যুর হার কমানো নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছে।

আমি নিজে একটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার এলাকার অনেক অসহায় নারী নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে। অনেক বিধবা নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে এই সংস্থা।

আমি মনে করি, পুরুষের পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নারীদের নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে আমার কথা বলার সাহস তৈরি হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদেরতে বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য।

মরিয়ম বেগম
নারীনেত্রী

গ্রাম: কাকৈরতলা, ইউনিয়ন: আদ্রা
উপজেলা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা

“ঝরেপড়া শিশুকে স্কুলগামীকরণ-সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছি”

আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন নারীনেত্রী। সমাজের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এলাকায় যে সংগঠনগুলো তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি জীবনে অনেক পরিবর্তন করতে পেরেছি। সমাজে মানুষকে সচেতন করার জন্য আমি এলাকায় আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, কিশোর কিশোরীদের সচেতন করা, ঝরেপড়া শিশুকে স্কুলগামীকরণ-সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষৎতেও এই কাজের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত রাখব।

ফাতেমা আক্তার
উজ্জীবক

গ্রাম: পোলাইয়া, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“আমি সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে পেরেছি”

আমি ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে লেখাপড়া করছিলাম। হঠাৎ একদিন ফারুক মামার আমন্ত্রণে উত্তরদা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার আয়োজিত এক কর্মশালা অংশগ্রহণ করি। জীবনের সেরা দিনগুলোর মধ্যে সেটি ছিল একটি দিন। কর্মশালা শেষ করে এক বুক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমি বের হয়ে আসি। পরবর্তীতে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নিই। এরপর থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমি বিভিন্ন কাজে যুক্ত হই। আমি নিজ এলাকায় একটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হই, যদিও এরজন্য আমি সমাজের অনেকের চোখ খারাপ হই।

আজ আমি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই সংসার করছি। আমি আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ যেমন, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি কাজ করে সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে পেরেছি। এর পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্ম করে চলেছি। এসব কিছুর জন্যই আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই।

মো. আনোয়ার হোসেন
উজ্জীবক

গ্রাম: ওমার বাগ, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করে পথ চলতে সাহায্য করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট”

২০১৬ সালের ২৩ এপ্রিল আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। তখন আমি ইউপি সদস্য ছিলাম। প্রশিক্ষণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অনেক বিষয় আমার অজানা ছিল। এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি, নতুন পথের সন্ধান খুঁজে পেয়েছি। একইসঙ্গে আমি মর্মাহত হয়েছি। কারণ একজন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হয়ে আমি জানতাম না ইউপি পরিষদের স্থায়ী কমিটি কী? কয়টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে? কত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি রয়েছে? ওয়ার্ড সভা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, সর্বোপরি ইউনিয়ন পরিষদের আইনগুলো কোনো কিছুই আমার জানা ছিল না। সবসময় দেখে এসেছি সচিব সাহেব কাগজে-কলমে কমিটি গঠন করতেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি ইউনিয়ন পরিষদের আইন-কানুন থেকে শুর করে এসডিজির অভীষ্টগুলো পর্যন্ত জানতে পেরেছি। আমার জীবনের বড় পরিবর্তন এটা যে, ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করে আলোর বাতি হাতে দিয়ে পথ চলতে সাহায্য করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। এখন আমি আমার এলাকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় কী সমস্যা তা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছি। গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে সামাজিক মানচিত্র তৈরি করে আমি কাজ করে যাচ্ছি। জীবনে যতদিন বেঁচে থাকব, আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে কাজ করে যাবো, এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

জান্নাতুল নাঈম

গ্রাম: উত্তরদা, ইউনিয়ন: উত্তরদা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা নিয়ে আমি কাজ করছি”

মানুষ হিসেবে আমরা কারা, আমাদের সামর্থ্য কী? কীভাবে আমরা সমাজে বড় ভূমিকা রাখতে পারি? এসব বিষয়ে শেখায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি তৈরি করা, সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেকে সচেতন করে গড়ে তোলার কথা বলে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

বস্তুত আমাদের সকলের জীবন একই সুতায় গাঁথা। তাই সমাজের যে কোনো সমস্যা একত্রে সমাধান করা সম্ভব- এই স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা নিয়ে আমি বর্তমানে কাজ করে চলেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সমাজের তরুণদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করছে। তাদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নাগরিকত্ববোধ তৈরি করছে এবং আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য তরুণদের মধ্যে স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা তৈরি করছে। বর্তমানে প্রশিক্ষিত তরুণরা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনা ও উঠান বৈঠক আয়োজন করে চলেছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

রেজিয়া খাতুন
সাধারণ সম্পাদক, এনজিসিএফ, হেসাখাল ইউনিয়ন কমিটি

গ্রাম: হেসাখাল, ইউনিয়ন: হেসাখাল
উপজেলা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা

“আমি শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কাজ করে যাচ্ছি”

আমি পেশায় একজন শিক্ষক। আমি জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিশু অধিকার, নিরাপত্তা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরেছি। আমি ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপনে সহায়তা করি। আমি শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

আমি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শিশু, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে কাজ করে যাব।

লিজা আক্তার
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: পশ্চিম শ্রীপুর, ইউনিয়ন: মৈশাতুয়া
উপজেলা: মনোহরপুর, জেলা: কুমিল্লা

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের পথ দেখায়”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি আমার জীবনের পরিবর্তন হয়েছে। এই সংস্থা মানুষের জীবন পরিবর্তনে সাহায্য করে, দরিদ্রতা দূর করতে মানুষকে পথ দেখায়, মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের পথ দেখায়।

আমি গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য হয়ে করোনার সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। মাস্ক, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে মানুষকে সহায়তা করেছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। চাষাবাদের জন্য বীজ বিতরণ করে। মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে যেমন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদক রোধ বিষয়ক উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। তাই আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

মর্জিনা আক্তার
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: ছনুয়া, ইউনিয়ন: ঝলম উত্তর
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“আমার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট”

আমি আমার অনুভূতি লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছি। আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে মেশার আমার সুযোগ হয়েছে। তাদের সঙ্গে মিশে বুঝতে পারলাম মানুষের সমস্যা কীভাবে চিহ্নিত করতে হয়, কীভাবে তা সমাধান করা যায়।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তাদের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। এজন্য আমাকেও সমাজের জন্য কিছু করতে হবে। আমার মধ্যে এই বোধ তৈরি করে দিয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। আমি সমাজের সেবক হয়ে মানুষের পাশে থাকতে চাই। ভালো কাজ করতে পয়সা লাগে না, শুধু ইতিবাচক মানসিকতা ও চোখ-কান খোলা রাখা দরকার। আমার মধ্যে এই চেতনা তৈরির জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই।

তাছলিমা
নারীনেত্রী

গ্রাম: বশৈয়া, ইউনিয়ন: মৈশাতুয়া
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা

“আমি আমার জীবনের পরিবর্তন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে আমি নিজের জীবনকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জানতে পেরেছি পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজ কাজ করতে সক্ষম। আমি ২০১৭ সালে নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (২১৭তম ব্যাচ) গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণে গিয়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। নারীরা কীভাবে নির্যাতনের শিকার হয়, সমাজে নারীরা কীভাবে অবদান রাখতে পারে, নারীরা কীভাবে আয় করে সংসারে সাহায্য করতে পারে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমি জানতে পারি। আমি এখন ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি- ‘আমরা নারী, আমরাও পারি’।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সমাজের অনেক নারী তাদের জীবন পরিবর্তন করতে পেরেছে। আমি নিজেও আমার জীবনের পরিবর্তন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি।

মোছা. মুন্নী আক্তার
গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য ও গণগবেষণা সমিতির সদস্য

গ্রাম: খানাতুয়া, ইউনিয়ন: মৈশাতুয়া
উপজেলা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা।

“আমি এখন জানি কীভাবে গর্ভবতী নারীর যত্ন নিতে হয়”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমার নিজের জীবনে অনেক সাফল্য এসেছে এবং আমার জীবনের পরিবর্তন হয়েছে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজের অনেক কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছি। এখন আমি জানি কীভাবে একজন গর্ভবতী নারীর যত্ন নিতে হয়। কীভাবে পরিবারের আয়-উন্নতি বাড়ানো যায়, সমিতির মধ্য দিয়ে টাকা জমিয়ে হাঁস-মুরগি পালন ও সবজি বাগান করা যায়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে আমাদের গ্রামের অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন, স্বাস্থসম্মত পায়খানা ব্যবহার, হাতধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ সচেতন হয়েছে। করোনার মতো মহামারির ব্যাপারে মানুষ সচেতন হয়েছে। এরফলে গ্রামে মানুষ করোনার ঝুঁকি থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল, মানুষ সুস্থ ও সচেতন ছিল।

আমি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। হাঙ্গার প্রজেক্ট যদি সবসময় আমাদের পাশে থাকে, তবে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

রেহানা বেগম
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: পাওতালী, ইউনিয়ন: আজগরা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মানুষের জীবন পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার”

আমি ২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে আমি একজন সাধারণ নারী ছিলাম। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর একটি স্লোগান আমার মনের মধ্যে ভীষণ নাড়া দেয়। সেটি হলো— ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না’। সৃষ্টিকর্তা সত্যিই মানুষের আত্মশক্তি ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানুষের পরিবর্তন এনে দেয়।

আমি দেশীয় পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি চাষ ও কবুতর পালন করছি। এছাড়াও লাউ, পেঁপে, কুমড়া ও অন্যান্য সবজি চাষ করে প্রতিমাসে যে টাকা আয় করছি তা দিয়ে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং আমার আয় রোজগার বেড়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মানুষের জীবন পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার। তাই আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই।

মনিকা রাণী শীল
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: কালিয়া চোঁ, ইউনিয়ন: আজগরা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“সামাজিক কুসংস্কার কীভাবে দূর করা যায় তা শিখতে পেরেছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমার জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি একধাপ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে আমি জানতে ও বুঝতে শিখতে পেরেছি কীভাবে সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমানভাবে কাজ করতে সক্ষম, কীভাবে আত্মশক্তি ও আত্মপোলব্ধির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন নতুনভাবে তৈরি করা যায়। আমি আরও শিখেছি কীভাবে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ যেমন, মৎস চাষ, ফসল চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশুপাখি পালনের মধ্য দিয়ে আয় বাড়ানো যায়। স্থানীয় প্রচেষ্টায় সামাজিক কুসংস্কার ও সমস্যাগুলো কীভাবে দূর করা যায় তাও শিখেছি আমি।

আমি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের জীবনমানের পরিবর্তন আনয়নের জন্য।

এ আর সুরাইয়া সিদ্দিকী
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: নাওটি, ইউনিয়ন: আজগরা
উপজেলা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা

“জীবন পরিবর্তনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমার পথ প্রদর্শক”

আমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমাদের গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন দলের সক্ষমতা বিকাশ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। আমি সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের জীবনে অনেক সাফল্য ও পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আমি প্রশিক্ষণ থেকে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না, নারীদের সুস্বাস্থ্য সুরক্ষার উপায়, স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রশিক্ষণটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি প্রশিক্ষণের পর স্কুলে বান্ধবীদের সঙ্গে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণের গল্প করি। তারাও অনেক বিষয়ে সচেতন হয়েছে। আমি গর্ব করে বলতে চাই, জীবন পরিবর্তনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমার পথ প্রদর্শক।

জুবায়ের আহমেদ রাকিব
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: কল্লা, ইউনিয়ন: দিগদাইর
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এমন একটি সংস্থা যা আমাকে সামাজিকভাবে জীবন-যাপন করা শিখিয়েছে। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। চারদিনব্যাপী ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে আমি আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা ভাল সত্তাটাকে চিনতে পেরেছি, যা আমাকে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের অংশ হতে সর্বাধিক সাহায্য করছে। ফলশ্রুতিতে এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয় আমি আমার গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। বাল্যবিবাহ, দরিদ্রতা দূরীকরণ ও ইভটিজিং প্রতিরোধ করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে আমরা নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি, আমি সফল হবো।

আমি ধন্যবাদ জানাই দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে, আমার ভেতরে থাকা ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ করার জন্য।

মো. রাকিব মিয়া
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

গ্রাম: কল্লা, ইউনিয়ন: দিগদাইর
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“নাগরিক হিসেবে আমার অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে”

আমি বর্তমানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের একজন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু এর বাহিরে আমি যে পরিচয়টা দিতে সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করি সেটি হলো আমি একজন ইয়ুথ লিডার এবং কল্লা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য।

আমার ছোটবেলায় যখন আমাদের গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভা হয়, তখন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কীসের সভা? সেখান থেকে আমি জানতে পারি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কথা। আরও বেশি স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য আমি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানতে পারি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কার্যক্রম সম্পর্কে। তখনই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জানতে পারি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের কথা। তখন থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে স্যারের কথা শুনতে পাই। স্যারের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি নাগরিক হিসেবে আমার অধিকার ও দায়িত্ব আছে। স্যারের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে আমি আমার গ্রামে ইয়ুথদের নিয়ে কাজ করা শুরু করি। এবং বুঝতে সক্ষম হই যে ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না’। এই বাক্যটি আমার জীবনকে স্পর্শ করেছে।

আমি নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় টেলিকম ব্যবসা শুরু করি। আমি এখন একজন স্বাবলম্বী মানুষ। আমি এবং আমার গ্রামের অধিকাংশ মানুষ আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। গণগবেষণা সমিতির মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করছে। তৈরি হয়েছে একটি স্বপ্নের আদর্শ গ্রাম, যেটি আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

নিশা রাণী বর্মন
উজ্জীবক ও নারীনেত্রী

গ্রাম: দিগদাইর, ইউনিয়ন: দিগদাইর
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমি স্বাবলম্বী হয়েছি, নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করেছি”

আমি দিগদাইড় পশ্চিম গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সহ-সভাপতি এবং ২২৪তম ব্যাচের একজন নারীনেত্রী।

একটা সময় আমার সংসারে ছিল অভাব-অনটন। কয়েক বছর না যেতেই সংসারে শুরু হয় অশান্তি। এর মধ্যে আমার ঘর আলো করে আসে এক সন্তান। সংসারে আরও অনটন নেমে আসে। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করি। এর মাধ্যমে আমি স্বাবলম্বী হয়েছি, নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করেছি। এখন আমি ঘরে বসে আয় করছি মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকা। আমি নিজ উদ্যোগে তৈরি করেছি একটি সংগঠন। আমি সমিতির প্রায় ৩০ জন সসদস্যকে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ করিয়েছি। তারা এখন সেলাইয়ের কাজ করে প্রতিমাসে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা আয় করছে এবং নিজ নিজ সংসারে অর্থের যোগান দিতে পারছেন। অনেকে টেইলার্সের দোকান দিয়ে ব্যবসা করছে। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায়। তাই আমি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

তুলশী রাণী বিশ্বাস
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: বরুহা, ইউনিয়ন: দিগদাইর
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“নিজে আত্মনির্ভরশীল হয়ে অন্যকে আত্মনির্ভরশীল করার চেষ্টা করছি”

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিশ্বাস করে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সকল মানুষই একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের সমাজে এখনো মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দেয় না। কারণ আমাদের পরিবার মা-বারা ভয় পান যদি তার মেয়ে দূরে কোথাও লেখাপড়া করতে যায়, আর তখন কোনো ছেলে তাকে বিরক্ত করে। তাই বাধ্য হয়ে কন্যাদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। আমিও ভয় পেতাম ছেলেদের।

যখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাস করি, বড় ভাইয়ের স্বপ্ন ছিল আমাকে ভালো কোনো কলেজে পড়াবেন। তখন আমি আর আমার মা না করি। কারণ আমার মধ্যে এত সাহস ছিল না। যখন আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হই, তখন আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে। এখন আমি ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি। কারণ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছে। আমার মতে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আমরা যেমন নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হতে পেরেছি, অন্যদেরও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করতে পারছি। আমরা সবাই জানি যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। আর ঠিক তখন নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ গড়ার মাধ্যমেই আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিশ্বাস করে, কেবল জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলো মেটানো ছাড়াও একজন মানুষের আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

অনামিকা রাণী গীতা
ইয়ুথ লিডার

গ্রাম: ভাদেড়া, ইউনিয়ন: দিগদাইর
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমরা আমাদের স্বপ্নের গ্রাম তৈরি করতে পেরেছি”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন স্বেচ্ছাব্রতী। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবনের অনেক অজানা বিষয়কে উপলব্ধি করা এবং জীবনকে কীভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জানতে পেরেছি। যা জানার ফলে আমি নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছি এবং আমার মাঝে আরও পরিবর্তন এসেছে তা হলো- ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনোই দরিদ্র থাকতে পারে না’। এটি যেভাবে আমি নিজেও বুঝেছি তেমনি অন্যকেও এই ব্যাপারে বুঝিয়েছি।

আমি আগে ভাবতাম, মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়া সহজ, কিন্তু বেঁচে থাকা কঠিন। কিন্তু যখন থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তখন থেকে বুঝতে পেরেছি যে মেয়ে হয়ে জন্মে নেওয়া সহজ, কিন্তু বেঁচে থাকাও সহজ। আগে মেয়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি নিজের পরিবারকেও বোঝাতে পেরেছি এবং সমাজের মানুষদেরও বোঝাতে পেরেছি যে ছেলে কিংবা মেয়ের মাঝে কোনো বৈষম্য নেই।

আগে আমাদের গ্রামে প্রচুর বাল্যবিবাহ হতো। মেধাবী মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। আর এই মেয়েদের যৌতুকের জন্য ছেলেপক্ষরা মারধর ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতো। আর আমাদের পরিবার ও সমাজ কুসংস্কারে জর্জরিত ছিল, যা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দূর করতে সাহায্য করেছে।

এখন আমার গ্রামে কেউ আঠারোর নিচে মেয়েদের বিয়ে দেয় না এবং স্কুল থেকে মেয়েরা অকালে ঝরে পড়ে না। আর যারা মদ ও জুয়ায় লিপ্ত ছিল তাদেরকে কর্মের বিষয়ে আমরা সহযোগিতা করতে পেরেছি। এখন আমরা আমাদের স্বপ্নের গ্রাম তৈরি করতে পেরেছি। গ্রাম উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়েছে। আমাদের গ্রামে এখন আর কোনো ভেদাভেদ নেই। আমার এবং আমার গ্রামের পরিবর্তনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর ভূমিকা অপরিসীম। হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

শিপা আক্তার
উজ্জীবক ও গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: দামিহা, ইউনিয়ন: দামিহা
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“স্থানীয় কল্যাণকর কাজে আমরা ভিডিটির সদস্যরা সক্রিয় রয়েছি”

আমি একজন গৃহবধূ। সাংসারিক কাজের মাঝেই ২০২০ সালের শুরুতে আমি দামিহা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হই। মালিক বা নাগরিক এত কিছু বোঝার সেই সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠতো না, যদি না আমি এই কাজে যুক্ত না হতাম। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন বন্ধ-সহ অসামাজিক বিভিন্ন কাজকর্ম প্রতিরোধ এবং স্থানীয় কল্যাণকর কাজ ত্বরান্বিত করতে আমরা ভিডিটির সদস্যরা সক্রিয় রয়েছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মানুষকে সচেতন করার যে অসাধারণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে তার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি পরবর্তীতে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান কখনও ব্যক্তি দরিদ্র থাকতে পারে না’- এই স্লোগান আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। বর্তমানে আমার সংসারে আমি স্বামীর সকল কাজের সহযোগী হিসেবে কাজ করছি। আমি ঘরেও সুখী, বাইরেও সামাজিক কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

নজরুল ইসলাম টিপু
গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য

গ্রাম: হরিগাতী, ইউনিয়ন: রাউতি
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমাদের গ্রামের স্বার্থে আমাদের কাজগুলো আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই”

আমি গ্রামের সচেতন একজন ব্যক্তি হয়েও কখনো চিন্তাও করতে পারিনি যে একটি সংগঠনের মধ্য দিয়ে চাইলে গ্রামের অসামাজিক কাজ বন্ধে ভূমিকা রাখা যায়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় যখন একেকবার আমরা একেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং সব কাজেই যখন গ্রামের মানুষের উপকারের জন্য, তখন মনে মনে আনন্দিত হই।

আমি মনে করি, আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর। আমরা আমাদের গ্রামের স্বার্থে আমাদের কাজগুলো আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

তাই ধন্যবাদ দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে- আমাদেরকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। আমি সর্বদাই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মঙ্গল কামনা করি।

মো. সেনা মিয়া
সম্পাদক, রাউতি গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)

গ্রাম: রাউতি, ইউনিয়ন: রাউতি
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“একদল মানুষ তৈরি হয়েছে যারা সমাজ বদলাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ”

কিছুদিন আগে আমাদের গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে একটি বাল্যবিবাহ আইন ও প্রতিরোধ বিষয়ক এব অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এলাকায় যখন এই ধরনের সভার আয়োজন হয়, তখন আমরা আসলে বুঝতে পারি আমাদের এলাকায় কত শত সমস্যা বিরাজমান। কিন্তু এই সমস্যাগুলো একার কারোর পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন যখন সংগঠনের সকলে এক হয়ে সকল অসামাজিক কাজ বন্ধে কাজ করবে বলে একাত্মতা ঘোষণা করেন, তখন আমি অভিভূত হই। অভিভাবকরা যখন বলেন যে তারা এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং অন্যকেও বিরত থাকতে বলবেন, তখন সত্যিই অনেক আনন্দিত হই। আমি আনন্দিত হই এজন্য যে আমাদের মধ্যে একদল মানুষ তৈরি হয়েছে যারা সত্যিই সমাজ বদলাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মো. হাদিউল ইসলাম মনির
বিশেষ উজ্জীবক

গ্রাম: দিগদাইড়, ইউনিয়ন: দিগদাইড়
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“জনগণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের একটি সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে”

আমি ৬নং দিগদাইড় ইউনিয়ন পরিষদের সচিব। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন বিশেষ উজ্জীবক (২৩৪৯তম ব্যাচ)। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে আমি নিজেকে জানতে পেরেছি। একইভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

আমি বলতে পারি, আমাদের ইউনিয়ন একটি এসডিজি ইউনিয়ন হিসেবে তৈরি হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিগণ বুঝতে পারছেন তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে। আগে জনগণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের একটা দূরত্ব ছিল। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। আগের তুলনায় আমার ইউনিয়ন পরিষদের আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর নিয়মিত পরিশোধ করছে।

সবশেষে একটা কথাই বলতে চাই, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে একটি সুন্দর জনবান্ধব এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলা সম্ভব।

আবু সাইদ সুজন
উজ্জীবক

গ্রাম: দিগদাইড়, ইউনিয়ন: দিগদাইড়
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“আমি এলাকায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছি”

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন উজ্জীবক ও তথ্যবন্ধু। এ বিষয়ক দুটো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সামাজিক সুরক্ষা-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। আমি উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার মাধ্যমে তিনজন হতদরিদ্র মানুষকে বয়স্ক ভাতা, দু'জনকে বিধবা ভাতা, পাঁচজন প্রতিবন্ধীকে ভাতা বই পেতে সহায়তা করেছি। আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা যখন পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে ফেসবুক ও ইন্টারনেটের বিভিন্ন রকম গেমস নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমি তাদেরকে বই পড়ার অভ্যাস করানোর জন্য নিজ উদ্যোগে আমার এলাকায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছি, যার মাধ্যমে শত শত স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ে অবসর সময়ে বিভিন্ন রকম গল্প, উপন্যাস, কবিতার বই ও মনিষীদের জীবনমূলক বইগুলো পড়তে পারছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অবসর সময়ে এখানে পড়তে আসেন। এই লাইব্রেরির ব্যয়ভার আমি একাই বহন করছি। এটা আমার জীবনের অন্যতম সফলতা বলে আমি মনে করি।

শেমলা আক্তার সাদিয়া
হস্তশিল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী

গ্রাম: পূর্ব সাচাইল, ইউনিয়ন: তাড়াইল
উপজেলা: তাড়াইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ

“এখন আমার কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে”

আমি অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক অয়োজিত পাটজাত হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাট দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের পাপোশ ও অনেক ধরনের ওয়ালমেট বানানো শিখেছি। আমি বাড়িতে বসে একটি পাপোশ তৈরি করি। আমি সেই পাপোশটি স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পর আমার শ্রেণিশিক্ষক ও আমার বান্ধবীদের দেখাই। তারপর আমার শ্রেণিশিক্ষক ও আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে পাপোশ বানানোর অর্ডার পাই। আমি তখন অনেক খুশি হয়েছিলাম জীবনের প্রথম কাজের অর্ডার পেয়ে। এখন আমার কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

ধন্যবাদ জানাই দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে।